



কেআরসি টাইমস

স্টে এনরিচড



VOL. 1 বর্ষ ১ ◆ শিলচর, সোমবার, ১২ অক্টোবর, ২০২৬ ইংরেজি ◆ ২৪ আশ্বিন, ১৪৩৩ বঙ্গাব্দ ◆ www.krctimes/bangla
ISSUE-6 12th October 2026 ◆ Monday ◆ KRC Times Membership E-Copy East and NE India Edition ◆ Email : krctimes@gmail.com

আজকের সব তাজা ও গুরুত্বপূর্ণ খবর পেতে প্রতিদিন সন্ধ্যায় পড়ুন আমাদের ই-পেপার।
সাবস্ক্রিপশনের জন্য যোগাযোগ করুন : ৮৭২১৮৩৮৩১৩

SUBSCRIBE
₹300 / year



WhatsApp payment details : 8721838313
info@krccfoundation.org

মণিপুরে ১৫ অক্টোবর ১২ ঘণ্টার বনধের ডাক কোরকমের

ইন্ফল : ১৯৪৯ সালে মণিপুরের ভারতের সঙ্গে সংযুক্তির প্রতিবাদে আগামী ১৫ অক্টোবর ১২ ঘণ্টার রাজ্যব্যাপী বনধের ডাক দিল নিষিদ্ধ জঙ্গি সংগঠনগুলির যৌথ মঞ্চ কোরকম। সকাল ৬টা থেকে সন্ধ্যা ৬টা পর্যন্ত বনধ পালিত হবে। চিকিৎসা ও জরুরি পরিষেবা, সংবাদমাধ্যমের কাজ, শেষকৃত্য এবং ধর্মীয় অনুষ্ঠান বনধের আওতার বাইরে রাখা হয়েছে। সংগঠনটি দিনটিকে ‘জাতীয় কালা দিবস’ হিসেবে পালন করে। কোরকমের দাবি, তৎকালীন মহারাজা বোধচন্দ্রকে চাপ দিয়ে সংযুক্তি চুক্তিতে স্বাক্ষর করানো হয়েছিল। মণিপুরের রাজনৈতিক অধিকার ও সার্বভৌমত্ব ক্ষুণ্ণ হওয়ার অভিযোগ তুলে বনধ সফল করার আহ্বান জানিয়েছে সংগঠনটি।

জুবিন-কাণ্ড : ‘মূল অভিযুক্ত কীভাবে জামিন পেলেন’, চার্জশিটের ফাঁক নিয়ে প্রশ্ন ক্ষুব্ধ গরিমার

গুয়াহাটি : জুবিন গার্গের মৃত্যুর ঘটনায় ন্যায়বিচারের দাবিতে সোমবার জুবিনক্ষেত্রে বিক্ষোভ দেখাল জুবিন গার্গ ফ্যান ক্লাব। হাতে প্ল্যাকার্ড নিয়ে প্রতিবাদে शामिल হন অনুরাগীরা। কর্মসূচিতে উপস্থিত থেকে তদন্ত ও বিচারপ্রক্রিয়া নিয়ে গভীর ক্ষোভ প্রকাশ করেন জুবিন-পত্নী গরিমা শইকীয়া গার্গ।

গরিমা বলেন, ন্যায়বিচারের আশায় তাঁরা এক বছর ধরে অপেক্ষা করছেন। মুখ্যমন্ত্রী বিধানসভায় জুবিনের মৃত্যু হত্যাকাণ্ড বলে ঘোষণা করেছিলেন। বিশেষ তদন্তকারী দলও (এসআইটি) ‘জল না-চলা’ চার্জশিট তৈরির কথা জানিয়েছিল। কিন্তু সেই চার্জশিটে এত ফাঁকফোকর কীভাবে রয়ে গেল যে ভারতীয় ন্যায় সংহিতার ১০৩ ধারায় অভিযুক্ত একজন জামিন পেয়ে



গেলেন, সেই প্রশ্ন তোলেন তিনি। গরিমার অভিযোগ, অমৃতপ্রভা মহন্ত একাধিক ভিডিও তৈরি করে পরে মুখে ফেলেছিলেন। তাঁর মতে, বিষয়টি তথ্যপ্রমাণ নষ্ট করার অভিযোগের সঙ্গে জড়িত। এমন অভিযোগের মুখে থাকা অভিযুক্তের জামিন পাওয়া অত্যন্ত উদ্বেগজনক বলেও মন্তব্য করেন তিনি।

এদিকে, শ্যামকানু মহন্তের জামিনের আবেদন নিয়ে পরবর্তী শুনানির আগে উদ্বেগ প্রকাশ করেন গরিমা। তাঁর অভিযোগ, কারাগারে থেকেও তথ্যপ্রমাণের হেরফেরের চেষ্টা হয়েছে। এ বিষয়ে আইজি-স্তরের তদন্তের অগ্রগতি নিয়েও প্রশ্ন তোলেন তিনি। গরিমার বক্তব্য, তাঁরা আইনজ্ঞ নন, কিন্তু জুবিনের মৃত্যুর ঘটনায় ন্যায়বিচার চান।

কেএমডিএ এলাকায় ৫ হাজার পুকুর বুজিয়েছে তৃণমূল, কুঁদঘাটে তোপ শুভেন্দুর

কলকাতা : তৃণমূল সরকারের আমলে কলকাতা মহানগর উন্নয়ন সংস্থা (কেএমডিএ) এলাকায় পাঁচ হাজার পুকুর বুজিয়ে দেওয়া হয়েছে বলে অভিযোগ করলেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। সোমবার কুঁদঘাটে দুটি জলাশয় পুনরুদ্ধার কর্মসূচিতে যোগ দিয়ে তিনি বলেন, পরিবেশ ধ্বংস করতে কোনও কাজই বাকি রাখেনি তৃণমূল। এদিন উদ্ধার হওয়া জলাশয় দুটির নাম দেওয়া হয় ‘শিব সরোবর’ ও ‘শক্তি সরোবর’। জলাশয় ঘিরে সবুজ বেঁটনী, পার্ক, হাঁটার রাস্তা ও মাছচাষের ব্যবস্থা করা হবে। পুরভোটে জনসমর্থন পেলে সরকার ও পুরসভার যৌথ উদ্যোগে নিরবচ্ছিন্ন নাগরিক পরিষেবা দেওয়ার আশ্বাসও দেন মুখ্যমন্ত্রী।



শিলচর সাউথ সিটি হাসপাতালে রোগীর মৃত্যু ঘিরে উত্তেজনা

গাফিলতির অভিযোগ পরিবারের

শিলচর : রোগীর মৃত্যুকে কেন্দ্র করে উত্তেজনা ছড়াল শিলচরের সাউথ সিটি হাসপাতালে। চিকিৎসায় গাফিলতি, মৃত্যুর খবর জানাতে দেরি এবং চিকিৎসার জন্য পরিবারের আনা রক্ত অব্যবহৃত অবস্থায় ফেলে দেওয়ার অভিযোগ তুলেছেন মৃতের পরিজনরা। হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে দুর্ব্যবহারের অভিযোগও উঠেছে। পরিস্থিতি উত্তপ্ত হয়ে উঠলে ঘটনাস্থলে পৌঁছয় পুলিশ।



মৃতের নাম সামির উদ্দিন। তিনি কাছাড় জেলার কাশীপুরের বাসিন্দা ছিলেন। পরিবারের অভিযোগ, সামিরের মৃত্যুর খবর তাঁদের সময়মতো জানানো হয়নি। বরং রোগী আইসিইউতে ভর্তি রয়েছেন এবং তাঁর চিকিৎসা চলছে বলে তাঁদের ধারণা দেওয়া হয়েছিল। পরে মৃত্যুর খবর জানতে পেরে হাসপাতালের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন তোলেন পরিবারের সদস্যরা।

পরিবারের আরও অভিযোগ, চিকিৎসার জন্য রক্তের প্রয়োজন বলে হাসপাতালের তরফে জানানো হলে তাঁরা রক্তের ব্যবস্থা করেন। কিন্তু পরে সেই রক্ত অব্যবহৃত

অব্যবস্থায় পড়ে থাকতে দেখেন এবং তা ফেলে দেওয়া হয়েছে বলে অভিযোগ করেন। কেন রক্ত ব্যবহার করা হল না, তার স্পষ্ট ব্যাখ্যা দাবি করেছেন তাঁরা। রোগীর শারীরিক অবস্থা জানতে চাইলে হাসপাতালের নিরাপত্তারক্ষী ও কর্তৃপক্ষের একাংশ তাঁদের সঙ্গে দুর্ব্যবহার করেছেন বলেও অভিযোগ।

ঘটনাকে কেন্দ্র করে হাসপাতাল চত্বরে উত্তেজনা ছড়ালে পুলিশ পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে পৌঁছয়। সামিরের মৃত্যুর প্রকৃত কারণ, মৃত্যুসংবাদ দিতে দেরি এবং রক্ত ব্যবহারের বিষয়টি নিরপেক্ষভাবে তদন্তের দাবি জানিয়েছেন পরিজনরা।

তবে পরিবারের অভিযোগগুলি এখনও স্বাধীনভাবে যাচাই করা যায়নি। হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের বক্তব্য এবং পুলিশের আনুষ্ঠানিক প্রতিক্রিয়াও তাৎক্ষণিকভাবে পাওয়া যায়নি। ফলে মৃত্যুকে ঘিরে ওঠা অভিযোগের সত্যতা এখনও স্পষ্ট নয়।



প্রতিবাদের অধিকার বনাম রাষ্ট্রের ভয়, সিজেপি আন্দোলন যে প্রশ্ন তুলে দিল

ভোটের তালিকা সংশোধন নিয়ে স্বচ্ছতার দাবি, নির্বাচন কমিশনের জবাবদিহি এবং দিল্লিতে ব্যাপক ধরপাকড়; সিজেপির বিক্ষোভ ঘিরে বিতর্ক আসলে গণতন্ত্রে নাগরিকের কণ্ঠস্বর কতটা নিরাপদ, সেই প্রশ্নই সামনে এনেছে।

দিল্লির রাজপথে ১০ অক্টোবর যা ঘটেছে, তা কেবল একটি রাজনৈতিক বিক্ষোভকে ঘিরে পুলিশের সঙ্গে আন্দোলনকারীদের সংঘাত নয়। কক্ৰোচ জনতা পার্টি (সিজেপি)-র নির্বাচন কমিশনারের পদত্যাগের দাবিতে আয়োজিত কর্মসূচিকে ঘিরে ব্যাপক আটক, নিরাপত্তার কড়াকড়ি, মেট্রো পরিষেবা বিঘ্ন এবং সাংবাদিকদের কাজে বাধা দেওয়ার অভিযোগ; সব মিলিয়ে নাগরিকের প্রতিবাদের অধিকার নিয়ে নতুন করে প্রশ্ন উঠেছে। দিল্লি পুলিশ বিক্ষোভের অনুমতি দেয়নি; প্রশাসনের যুক্তি ছিল নিরাপত্তা ও অনুমতির আবেদন জমা দেওয়ার নির্ধারিত সময়সীমা। কিন্তু আইনশৃঙ্খলা রক্ষার যুক্তি কি এতটাই বিস্তৃত হতে পারে যে, প্রতিবাদ শুরু হওয়ার আগেই প্রতিবাদীদের চলাচল কার্যত আটকে দেওয়া হবে?

সিজেপির আন্দোলনের কেন্দ্রে রয়েছে মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমারের পদত্যাগের দাবি। ভোটের তালিকার বিশেষ নিবিড় সংশোধন বা এসআইআর প্রক্রিয়ায় বিপুল সংখ্যক নাম বাদ পড়া, যোগ্য ভোটারের নাম বাদ যাওয়ার আশঙ্কা এবং নির্বাচন কমিশনের সিদ্ধান্ত গ্রহণের পদ্ধতি নিয়ে প্রশ্ন তুলেছে আন্দোলনকারীরা। নির্বাচন কমিশনের বক্তব্য, মৃত, স্থানান্তরিত, খুঁজে পাওয়া যায়নি বা একাধিক জায়গায় নাম রয়েছে; এমন ভোটারদের তথ্য যাচাই করেই সংশোধন করা হচ্ছে। ফলে বিতর্কের নিষ্পত্তি স্লোগানে নয়, প্রয়োজন তথ্য প্রকাশ, নিরপেক্ষ যাচাই এবং অভিযোগের বিশ্বাসযোগ্য তদন্তে।

গণতন্ত্রে ভোটের তালিকা নিছক প্রশাসনিক নথি নয়। সেটিই নাগরিকের ভোটাধিকার প্রয়োগের প্রবেশদ্বার। কোনও যোগ্য ভোটারের নাম ভুল করে বাদ গেলে তার রাজনৈতিক মত বা পরিচয় নির্বিশেষে ক্ষতিগ্রস্ত হয় গণতন্ত্র। আবার যাচাই ছাড়া প্রতিটি নাম বাদ দেওয়াকেই রাজনৈতিক ষড়যন্ত্র বলে ধরে নেওয়াও যথার্থ নয়। তাই নির্বাচন কমিশনের দায়িত্ব শুধু সংশোধন করা নয়; কেন নাম বাদ গেল, কীভাবে আপত্তি জানানো যাবে এবং ভুল সংশোধনের সুযোগ কতটা কার্যকর, তা স্পষ্ট করে জানানো। বিপুল সংখ্যক নাম বাদ পড়ার অভিযোগ উঠলে নাগরিকের সন্দেহকে উড়িয়ে না দিয়ে তথ্য দিয়ে তার জবাব দেওয়াই স্বাধীন সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠানের উপযুক্ত পথ।

কিন্তু দিল্লিতে প্রশাসনের প্রতিক্রিয়া সেই জবাবদিহির পরিবেশ তৈরি করেছে কি? সংবাদমাধ্যমের প্রতিবেদন অনুযায়ী, বিক্ষোভের দিন দুই হাজারেরও বেশি মানুষকে আটক করা হয়; কয়েকটি প্রতিবেদনে সংখ্যাটি আরও বেশি বলে উল্লেখ করা হয়েছে। সিজেপির প্রতিষ্ঠাতা অভিজিৎ দীপকে এবং আরও দুই নেতাকেও আটক করা হয়েছিল। পরে আদালতের নির্দেশে তাঁদের মুক্তি দেওয়া হয়। সাংবাদিকদের আটক করা, তাঁদের সঙ্গে দুর্ব্যবহার এবং পুলিশের পদক্ষেপের ছবি মুছে ফেলতে চাপ দেওয়ার অভিযোগও সামনে এসেছে। এই অভিযোগগুলির পূর্ণাঙ্গ তদন্ত জরুরি। কারণ সংবাদমাধ্যমের কাজ যদি ক্ষমতার পদক্ষেপের প্রশ্ন তোলা হয়, তবে সেই কাজ বাধাগ্রস্ত হওয়া জনস্বার্থের পক্ষেই উদ্বেগজনক।

রাষ্ট্রের অবশ্যই আইনশৃঙ্খলা রক্ষার দায়িত্ব রয়েছে। প্রতিটি বিক্ষোভের জন্য নির্দিষ্ট জায়গা, সময় ও নিরাপত্তার নিয়ম থাকতে পারে। কোনও কর্মসূচিতে সহিংসতার আশঙ্কা থাকলে প্রশাসন প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতেই পারে। কিন্তু সেই ব্যবস্থা হতে হবে প্রয়োজনের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ, স্বচ্ছ এবং আইনের আওতায়। শান্তিপূর্ণভাবে জমায়েত হওয়ার অধিকারকে আগাম শাস্তির মতো করে দেখলে প্রশাসন ও নাগরিকের মধ্যে আস্থার সংকট আরও বাড়ে। কয়েকজনের বিরুদ্ধে নির্দিষ্ট অভিযোগ থাকলে তাঁদের বিরুদ্ধে আইনানুগ পদক্ষেপ করা যায়; তার জন্য নির্বাচনের বহু মানুষকে আটক করা বা গোটা শহরের স্বাভাবিক জীবন ব্যাহত করা কতটা প্রয়োজনীয় ছিল, তার ব্যাখ্যা প্রশাসনকেই দিতে হবে।

এখানে আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন রয়েছে; নির্বাচন কমিশনের স্বাধীনতা ও বিশ্বাসযোগ্যতা। কমিশনের বিরুদ্ধে ওঠা প্রতিটি অভিযোগ সত্য, এমন সিদ্ধান্তে পৌঁছানোর কারণ নেই। কিন্তু অভিযোগ উঠলেই যদি প্রতিষ্ঠান শুধু আত্মপক্ষ সমর্থনে ব্যস্ত থাকে, তবে জনবিশ্বাসের ঘাটতি দূর হবে না। সিদ্ধান্তের নথি, আপত্তি জানানোর পদ্ধতি এবং বাদ পড়া ভোটারের নাম পুনর্বহালের ব্যবস্থা যত বেশি স্বচ্ছ হবে, বিতর্কের অবকাশ তত কমবে। কমিশনের নিরপেক্ষতা শুধু ঘোষণায় নয়, তার কাজের পদ্ধতি ও জনসমক্ষে জবাবদিহির মধ্য দিয়েই প্রতিষ্ঠিত হয়।

রাশিয়ার তেল কিনছেন ট্রাম্প, ভারতকে শুল্কের হুমকি কেন?

আমেরিকার স্বার্থে রুশ ডিজেল আমদানিতে ছাড়, অথচ রাশিয়ার তেল কেনার জন্য ভারতের উপর শাস্তিমূলক শুল্কের চাপ; ওয়াশিংটনের জ্বালানি নীতির দ্বিচারিতা নিয়ে প্রশ্ন

জয়েশ মিশ্র

নিজের দেশের জ্বালানির বাজার সামলাতে রাশিয়ার দ্বারস্থ আমেরিকা। অথচ রাশিয়ার কাছ থেকে তেল কেনার জন্য ভারতকে শুল্কের হুমকি দিয়ে এসেছে সেই আমেরিকাই। মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের সাম্প্রতিক সিদ্ধান্ত আন্তর্জাতিক জ্বালানি রাজনীতিতে এই অস্বস্তিকর বৈপরীত্যকেই সামনে এনে দিয়েছে। প্রশ্ন উঠছে, আমেরিকার অর্থনৈতিক স্বার্থে রাশিয়ার সঙ্গে বাণিজ্য গ্রহণযোগ্য হলে ভারতের জ্বালানি নিরাপত্তার স্বার্থে একই সিদ্ধান্ত কেন শাস্তির কারণ হবে? ৯ অক্টোবর রুশ প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিনের সঙ্গে আলোচনার পর ট্রাম্প ঘোষণা করেন, রাশিয়া অবিলম্বে আমেরিকা ও আন্তর্জাতিক বাজারে তিন লক্ষ টনেরও বেশি ডিজেল সরবরাহ করবে। পরবর্তী সময়ে আরও চালান পাঠানোর কথাও জানান তিনি। মার্কিন বাজারে জ্বালানির দাম বৃদ্ধির চাপের মধ্যে এই সিদ্ধান্তকে রুশ জ্বালানি সরবরাহের ক্ষেত্রে ওয়াশিংটনের নীতিগত পরিবর্তন হিসেবেই দেখা হচ্ছে।

ঘটনার তাৎপর্য এখানেই। ইউক্রেন যুদ্ধের পর রাশিয়ার জ্বালানি আয় কমাতে পশ্চিম দেশগুলি নানা নিষেধাজ্ঞা ও বিধিনিষেধ আরোপ করেছিল। সেই প্রেক্ষাপটে ভারত রুশ অপরিশোধিত তেল কেনা বাড়ালে ওয়াশিংটন বারবার আপত্তি জানিয়েছে। ট্রাম্প প্রশাসন ভারতীয় পণ্যের উপর অতিরিক্ত শুল্ক চাপিয়েছে এবং রুশ জ্বালানি কেনা অব্যাহত রাখলে আরও কঠোর ব্যবস্থার সম্ভাবনা তৈরি করেছে। ২০২৬ সালের সেপ্টেম্বরে স্বাক্ষরিত মার্কিন আইনও রুশ জ্বালানি কেনে এমন দেশগুলির উপর সর্বোচ্চ ১০০ শতাংশ পর্যন্ত শুল্ক আরোপের ক্ষমতা প্রেসিডেন্টকে দিয়েছে। এখন সেই একই প্রশাসন রাশিয়ার কাছ থেকে ডিজেল আমদানির পথ খুলে দেওয়ায় স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন উঠছে; নিষেধাজ্ঞার নীতি কি সবার জন্য সমান, নাকি আমেরিকার প্রয়োজন অনুযায়ী তার ব্যাখ্যা বদলে যায়?

ভারতের রুশ তেল কেনার পিছনে মূল যুক্তি ছিল দেশের জ্বালানি নিরাপত্তা এবং আমদানি খরচ নিয়ন্ত্রণে রাখা। বিশ্বের অন্যতম বৃহৎ জ্বালানি আমদানিকারক ভারতকে আন্তর্জাতিক বাজারের দামের ওঠানামার সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলতে হয়। অপরিশোধিত তেলের দাম বাড়লে তার প্রভাব পড়তে পারে পরিবহণ, শিল্প উৎপাদন, পণ্য সরবরাহ এবং সাধারণ মানুষের জীবনযাত্রার ব্যয়ে। ভারত বরাবরই বলে এসেছে, দেশের জ্বালানি আমদানির সিদ্ধান্ত জাতীয় স্বার্থের ভিত্তিতে নেওয়া হয়। কোনও একটি দেশের রাজনৈতিক অবস্থানের সঙ্গে তাল মেলাতে গিয়ে যদি বেশি দামে জ্বালানি কিনতে হয়, তার অর্থনৈতিক মূল্য দিতে হবে ভারতীয় অর্থনীতি ও সাধারণ মানুষকেই।

ট্রাম্প প্রশাসনের অবস্থান তাই প্রশ্নের মুখে। আমেরিকার বাজারে জ্বালানির দাম বাড়লে রাশিয়ার সঙ্গে চুক্তি করে সরবরাহ বাড়ানো বাস্তববাদী সিদ্ধান্ত; কিন্তু ভারতের ক্ষেত্রে সম্ভাব্য রুশ তেল কেনাকে চাপ প্রয়োগের কারণ হিসেবে দেখানো; এই দুই অবস্থানের মধ্যে স্পষ্ট অসংগতি রয়েছে। ওয়াশিংটন অবশ্য বলতে পারে, রুশ অপরিশোধিত তেল এবং ডিজেলের বাণিজ্যিক পরিস্থিতি এক নয়, কিংবা মার্কিন বাজারে সরবরাহ বাড়ানোর জন্য বিশেষ ব্যবস্থা প্রয়োজন। কিন্তু সেই ব্যাখ্যা ভারতের জ্বালানি নিরাপত্তার যুক্তিকে বাতিল করে না। দুই দেশের ক্ষেত্রেই অর্থনৈতিক প্রয়োজন, আন্তর্জাতিক নিয়ম এবং নিষেধাজ্ঞার শর্ত একই নিরপেক্ষ মানদণ্ডে বিচার করা উচিত।

ইউক্রেন যুদ্ধের অর্থনীতি কোথায় দাঁড়াল? রাশিয়ার জ্বালানি রফতানি থেকে আয় মস্কোর অর্থনীতির একটি গুরুত্বপূর্ণ উৎস। ইউক্রেনে রাশিয়ার সামরিক অভিযানের

পর পশ্চিম নিষেধাজ্ঞার অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল সেই আয়ের প্রবাহ সীমিত করা। ফলে আমেরিকার সঙ্গে রাশিয়ার ডিজেল চুক্তি শুধু বাণিজ্যিক বিষয় নয়; এটি ইউক্রেন যুদ্ধ নিয়ে পশ্চিম দেশগুলির নীতির ধারাবাহিকতা সম্পর্কেও প্রশ্ন তুলেছে।

ইউক্রেনের নেতৃত্ব এবং আমেরিকার কয়েক জন সমালোচক এই চুক্তির বিরোধিতা করেছেন। তাঁদের আশঙ্কা, রাশিয়ার জ্বালানি বিক্রির সুযোগ বাড়লে মস্কো অর্থনৈতিকভাবে লাভবান হবে। অন্যদিকে, ট্রাম্প প্রশাসনের যুক্তি হল, দেশের জ্বালানি বাজারে সরবরাহ বাড়ানো এবং মূল্যবৃদ্ধির চাপ কমানো জরুরি।

তবে রুশ ডিজেল আমদানি বাড়লেই মার্কিন বাজারে দাম উল্লেখযোগ্যভাবে কমবে, এমন নিশ্চয়তা নেই। আন্তর্জাতিক বাজারে জ্বালানির দাম নির্ভর করে সরবরাহ, শোধনাগারের উৎপাদনক্ষমতা, পরিবহণ খরচ এবং ভূরাজনৈতিক পরিস্থিতির উপর। সংবাদ সংস্থা অ্যাসোসিয়েটেড প্রেসের উদ্ধৃত বিশেষজ্ঞদের মতে, এই অতিরিক্ত সরবরাহের প্রভাব সীমিত হতে পারে।

অর্থাৎ, আমেরিকার সিদ্ধান্তের অর্থনৈতিক সাফল্য এখনও নিশ্চিত নয়। কিন্তু তার ফলে ওয়াশিংটনের নিষেধাজ্ঞা নীতির বিশ্বাসযোগ্যতা নিয়ে যে বিতর্ক তৈরি হয়েছে, তা ইতিমধ্যেই আন্তর্জাতিক আলোচনায় জায়গা করে নিয়েছে।

এই পরিস্থিতিতে ভারতের সামনে দুটি সমান্তরাল দায়িত্ব রয়েছে। একদিকে, আমেরিকার সঙ্গে বাণিজ্য ও কৌশলগত সম্পর্ক বজায় রাখা; অন্যদিকে, দেশের জ্বালানি নিরাপত্তার প্রশ্নে স্বাধীন সিদ্ধান্ত নেওয়ার অধিকার রক্ষা করা।

ভারত-মার্কিন বাণিজ্য আলোচনা ইতিমধ্যেই রুশ তেল কেনা নিয়ে মতপার্থক্যের কারণে চাপের মুখে। অতিরিক্ত শুল্কের আশঙ্কা ভারতীয় রফতানিকারকদের জন্যও উদ্বেগের বিষয়।

তাই ভারতের উচিত এই বৈপরীত্যকে কূটনৈতিক আলোচনায় গুরুত্ব দেওয়া। কোনও দেশের উপর শুল্ক আরোপের আগে স্পষ্ট নিয়ম, সমান মানদণ্ড এবং বাস্তব অর্থনৈতিক প্রভাব বিবেচনা করা প্রয়োজন। আমেরিকার সঙ্গে সহযোগিতা ভারতের স্বার্থে গুরুত্বপূর্ণ, কিন্তু সহযোগিতার অর্থ একতরফা চাপ মেনে নেওয়া নয়।

একই সঙ্গে রাশিয়ার উপর অতিরিক্ত নির্ভরতা এড়িয়ে বিভিন্ন দেশ থেকে জ্বালানি আমদানির পথ খোলা রাখাও ভারতের দীর্ঘমেয়াদি স্বার্থের সঙ্গে যুক্ত। স্বাধীন জ্বালানি নীতি মানে কোনও একটি দেশের পক্ষ নেওয়া নয়; বরং পরিস্থিতি অনুযায়ী দেশের অর্থনীতি ও নিরাপত্তার পক্ষে সবচেয়ে কার্যকর সিদ্ধান্ত নেওয়া।

শেষ কথা; ট্রাম্পের রুশ ডিজেল চুক্তি আন্তর্জাতিক জ্বালানি রাজনীতির একটি মৌলিক প্রশ্ন সামনে এনেছে। কোনও দেশ নিজের অর্থনৈতিক সংকট সামলাতে যে সিদ্ধান্তকে প্রয়োজনীয় বলে মনে করে, অন্য দেশ একই ধরনের সিদ্ধান্ত নিলে তাকে শাস্তির মুখে ফেলার যুক্তি কতটা গ্রহণযোগ্য? রাশিয়ার সঙ্গে বাণিজ্য নিয়ে ভারতের সিদ্ধান্তের সমালোচনা করা যেতে পারে। ইউক্রেন যুদ্ধের প্রেক্ষাপটে সেই বাণিজ্যের অর্থনৈতিক ও কূটনৈতিক প্রভাব নিয়েও আলোচনা প্রয়োজন। কিন্তু সেই মূল্যায়ন একতরফা শর্তের ভিত্তিতে হতে পারে না। আমেরিকার জ্বালানি নিরাপত্তা গুরুত্বপূর্ণ হলে ভারতের জ্বালানি নিরাপত্তাও সমান গুরুত্বপূর্ণ। ওয়াশিংটন যদি নিজের স্বার্থে রাশিয়ার কাছ থেকে ডিজেল কেনার পথ খুলে দিতে পারে, তাহলে ভারতের ক্ষেত্রেও একই ধরনের অর্থনৈতিক যুক্তি বিবেচনায় নেওয়া উচিত।

আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ভিত্তি হওয়া উচিত পারস্পরিক স্বার্থ ও সমান নিয়ম; এক দেশের জন্য ছাড়, অন্য দেশের জন্য শাস্তি নয়। ট্রাম্পের এই সিদ্ধান্ত সেই নীতির বিশ্বাসযোগ্যতা নিয়েই প্রশ্ন তুলেছে।

জঙ্গি হামলায়ও থামেনি সীমান্তে বেড়ার কাজ, পাংসাউ পাসে নিরাপত্তা জোরদার

চার রাজ্যে ১,৬৪৩ কিমি সীমান্ত ঘেরার পরিকল্পনা, বরাদ্দ ৩১ হাজার কোটি টাকা

ইটানগর : অসম রাইফেলসের জওয়ানদের উপর প্রাণঘাতী জঙ্গি হামলার পর অরুণাচল প্রদেশের পাংসাউ পাসে ভারত-মায়ানমার সীমান্তে বেড়া নির্মাণের কাজ আরও কড়া নিরাপত্তার মধ্যে চালিয়ে যাচ্ছে কেন্দ্র। চাংলাং জেলার আন্তর্জাতিক সীমান্তে নির্মাণকাজ অব্যাহত রয়েছে। নির্মাণকর্মী, যন্ত্রপাতি ও পরিকাঠামোর নিরাপত্তায় মোতায়েন করা হয়েছে বাহিনী। সীমান্তে অনুপ্রবেশ, জঙ্গি তৎপরতা এবং অবৈধ আন্তঃসীমান্ত কার্যকলাপ নিয়ন্ত্রণে এই প্রকল্পকে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করছে কেন্দ্র।

২০২৫ সালের নভেম্বরে পাংসাউ পাসে বেড়া নির্মাণের কাজ শুরু হয়েছিল। কেন্দ্রের পরিকল্পনা অনুযায়ী, ভারত-মায়ানমার সীমান্তের সম্পূর্ণ ১,৬৪৩ কিলোমিটার অংশে বেড়া দেওয়া হবে। প্রকল্পের জন্য



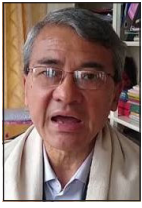
পাহাড়ি ভূপ্রকৃতি, প্রতিকূল আবহাওয়া ও নিরাপত্তাজনিত চ্যালেঞ্জের মধ্যেই প্রকল্প এগিয়ে চলেছে।

অরুণাচলের তিরাপ, চাংলাং ও লংডিং নিয়ে গঠিত টিসিএল অঞ্চলে দীর্ঘদিন ধরে জঙ্গি তৎপরতা ও তোলাবাজির সমস্যা রয়েছে। নিরাপত্তা সংস্থাগুলির ধারণা, সীমান্তের ফাঁকফোকর দিয়ে সশস্ত্র গোষ্ঠীর সদস্যদের যাতায়াত নিয়ন্ত্রণ করা গেলে তাদের রসদ সরবরাহ ও কার্যকলাপে বাধা দেওয়া সম্ভব হবে। পাশাপাশি মাদক পাচারসহ অন্যান্য অবৈধ কার্যকলাপ নিয়ন্ত্রণেও সুবিধা হতে পারে। গত মার্চে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ জানিয়েছিলেন, মণিপুরে ৩০ কিলোমিটার সীমান্তে বেড়া নির্মাণ সম্পন্ন হয়েছে। তবে পুরো প্রকল্পের সাফল্য নির্ভর করবে কার্যকর নজরদারি, নিরাপত্তা এবং আন্তঃসীমান্ত অপরাধ নিয়ন্ত্রণের উপর।

বরাদ্দ করা হয়েছে ৩১ হাজার কোটি টাকা। অরুণাচল প্রদেশ, মণিপুর, মিজোরাম ও নাগাল্যান্ড; এই চার রাজ্যের সীমান্তজুড়ে কাজটি বাস্তবায়িত হচ্ছে। সীমান্তের প্রায় ৫২০ কিলোমিটার অরুণাচল প্রদেশে, ৫১০ কিলোমিটার মিজোরামে, ৩৯৮ কিলোমিটার মণিপুরে এবং ২১৫ কিলোমিটার নাগাল্যান্ডে বিস্তৃত। বর্ডার রোডস অর্গানাইজেশন বা বিআরও নির্মাণকাজের দায়িত্বে রয়েছে। দুর্গম

শিলং পিকের ১২০ বছরের ঐতিহ্যবাহী বন বাঁচানোর আর্জি, পরিবেশ মন্ত্রকে প্রাক্তন মুখ্যসচিব

শিলং : শিলং শহরের ঐতিহাসিক পানীয় জলের উৎস এবং সমৃদ্ধ জীববৈচিত্র্যবিশিষ্ট আধার শিলং পিকের বনাঞ্চল সংরক্ষণের দাবি জানানো মেরালয়ের প্রাক্তন মুখ্যসচিব বারকোস ওয়ারজরি। কেন্দ্রীয় পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রকের কাছে বনাঞ্চলটি রক্ষার আবেদন জানিয়েছেন তিনি। তাঁর মতে, শিলংয়ের পরিবেশগত ভারসাম্য, প্রাকৃতিক সৌন্দর্য এবং ভবিষ্যতের জলনিরাপত্তার সঙ্গে এই বনের গভীর সম্পর্ক রয়েছে।



ওয়ারজরি জানান, প্রায় ৩০ বছর আগে উমিয়াম নদী থেকে জল সরবরাহের বৃহত্তর প্রকল্প চালু হওয়ার আগে শিলং পিকের প্রাকৃতিক ঝরনাগুলিই শহরের পানীয় জলের অন্যতম প্রধান উৎস ছিল। ব্রিটিশ আমলে প্রায় ১২০ বছর আগে বিশেষ জলাধার ও পাইপলাইনের মাধ্যমে সেই জল শহরের বিভিন্ন এলাকায় পৌঁছে দেওয়ার ব্যবস্থা গড়ে তোলা হয়েছিল। নংথিমাই, মালকি, লাচুমিয়ের এবং রাজভবন সংলগ্ন কিছু এলাকায় এখনও ওই ঝরনার জল সরবরাহ করা হয় বলে তাঁর দাবি।

বনাঞ্চলটির জীববৈচিত্র্যের কথাও তুলে ধরেছেন প্রাক্তন মুখ্যসচিব। শিলং পিককে প্রাকৃতিক ও ঐতিহাসিক ঐতিহ্য হিসেবে রক্ষা করার আহ্বান জানিয়ে ‘সেভ লুম শিলং’ প্রচারে সাধারণ মানুষকে স্বাক্ষর করার আবেদন জানিয়েছেন ওয়ারজরি।

ত্রিপুরায় পর্যটন ও মৎস্যচাষে জোর, ১০০ কোটির অ্যাকোয়া পার্কের ঘোষণা

আগরতলা : পর্যটন পরিকাঠামোর উন্নয়ন, মৎস্যচাষের প্রসার এবং স্থানীয় কর্মসংস্থান বৃদ্ধির লক্ষ্যে একাধিক প্রকল্পের ঘোষণা করল ত্রিপুরা সরকার। রাজ্যের তফসিলি জাতি কল্যাণমন্ত্রী সুধাংশু দাস জানিয়েছেন, উনকোটি জেলার পেচার-দাহার জলাশয়ের পুনর্গঠনে ১৪.৫২ কোটি টাকা, বিচন্দ্রনগরে সমন্বিত অ্যাকোয়া পার্ক নির্মাণে ১০০ কোটি টাকা এবং আগরতলার মহারাজগঞ্জ বাজারের আধুনিকীকরণে ৩৮ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে।

শনিবার ফটিকরায় বিধানসভা কেন্দ্রের বিলাসপুর গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় পেচার-দাহার জলাশয়ের পুনর্গঠনের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন মন্ত্রী। প্রকল্পের আওতায় নৌবিহার, বুলন্ত সেতু, শিশুদের পার্ক, সাংস্কৃতিক মঞ্চ, হাঁটার পথ ও অন্যান্য পর্যটন পরিকাঠামো গড়ে তোলা হবে। জলাশয়ের একাংশ মাছচাষের উপযোগী করে স্থানীয় মৎস্যজীবীদের যুক্ত করার পরিকল্পনাও রয়েছে। এতে ১৫০ থেকে ২০০টি পরিবার উপকৃত হতে পারে বলে দাবি করেন দাস। কাজ শেষ করতে ১২ থেকে ১৪ মাস সময় লাগার সম্ভাবনা রয়েছে। মন্ত্রী জানান, বিচন্দ্রনগরের অ্যাকোয়া পার্ক প্রকল্পের জন্য ইতিমধ্যে ৪৩



কোটি টাকা পাওয়া গিয়েছে। রাজনগরের বাতিশা দীপায় ৩৪ কোটি টাকা ব্যয়ে জলাশয় উন্নয়ন এবং ফটিকরয়ের কাছে ৮.৫ কোটি টাকা ব্যয়ে প্রশিক্ষণকেন্দ্র-সহ অতিথিশালা নির্মাণের উদ্যোগও নেওয়া হয়েছে।

মৎস্যচাষীদের সহায়তায় বছরে ৬,০০০ টাকা দেওয়ার ব্যবস্থা রয়েছে। পাশাপাশি মুখ্যমন্ত্রী তপশিলি জাতি বিকাশ যোজনায় ক্ষুদ্র ব্যবসার জন্য যোগ্য উপভোক্তাদের ৫০,০০০ টাকা পর্যন্ত আর্থিক সহায়তা দেওয়া হয়। মুখ্যমন্ত্রী মানিক সাহার নেতৃত্বে প্রান্তিক মানুষের আর্থসামাজিক উন্নয়ন ও কর্মসংস্থান বৃদ্ধিই সরকারের লক্ষ্য বলে জানিয়েছেন মন্ত্রী।

শিলচরে সাংস্কৃতিক পরিকাঠামোর হাল ফেরানোর দাবি, গান্ধী ভবন সংস্কারে সরব মঞ্চ

শিলচর : শিলচরের গান্ধী ভবনের দ্রুত সংস্কার, নির্মীয়মাণ জেলা গ্রন্থাগারের কাজ সম্পূর্ণ করে তা চালু করা এবং নিউ শিলচরে নতুন অডিটোরিয়াম নির্মাণের দাবিতে সরব হল সম্মিলিত সাংস্কৃতিক মঞ্চ। বরাক উপত্যকায় সাংস্কৃতিক চর্চার প্রসারে স্বল্প ভাড়া সরকারি প্রেক্ষাগৃহের ব্যবস্থা এবং পরিত্যক্ত অডিটোরিয়াম সংস্কারের দাবিও জানিয়েছে সংগঠনটি।

মঞ্চের সাধারণ সম্পাদক অজয় রায় বলেন, শিলচর থেকে বহু বিশিষ্ট শিল্পী উঠে এলেও সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডের উপযুক্ত পরিকাঠামোর অভাব রয়েছে। একাধিকবার সময়সীমা নির্ধারণ করা সত্ত্বেও জেলা গ্রন্থাগারের নির্মাণকাজ সম্পূর্ণ না হওয়ায় উদ্বেগ প্রকাশ করেন তিনি। দক্ষিণ শিলচরের সাংস্কৃতিক চাহিদা পূরণে নিউ শিলচরের অর্ধসমাপ্ত অডিটোরিয়াম সংস্কার অথবা নতুন প্রেক্ষাগৃহ নির্মাণের দাবিও জানান তিনি।



মনোজ দেব জেলা গ্রন্থাগারের কাজ দ্রুত শেষ করা এবং গান্ধী ভবন সংস্কারের দাবি জানান। জেলা গ্রন্থাগারকে রবীন্দ্র শতবার্ষিকী প্রেক্ষাগৃহ এবং উপরের হলঘরকে কামিনীকুমার চন্দ্রের নামে নামাঙ্কিত করার প্রস্তাবও তুলে

ধরেন তিনি। পাশাপাশি পিএম শ্রী কেন্দ্রীয় বিদ্যালয়ে বাংলা বিষয় চালু ও বাংলা শিক্ষক নিয়োগের দাবি জানানো হয়।

মঞ্চের কর্মকর্তা সন্তোষ চন্দ্র সাংস্কৃতিক পরিকাঠামোর অবহেলা নিয়ে ক্ষোভ প্রকাশ করেন। যশোবন্ত দাস ন্যাশনাল হাইওয়ে পয়েন্টের কাছে পরিত্যক্ত অডিটোরিয়াম সংস্কার এবং সুবীর ভট্টাচার্য শিলচর রেলস্টেশনের নাম ভাষাশহিদ স্টেশন করার দাবি জানান।

এ ছাড়া দুর্গাপূজার আগে শহরের যানজট নিয়ন্ত্রণে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণেরও দাবি জানিয়েছে মঞ্চ। সংগঠনের বক্তব্য, সাংস্কৃতিক পরিকাঠামোর উন্নয়নে প্রশাসনকে দ্রুত উদ্যোগী হতে হবে।

ভোটের জয়ের পর মানবিক উদ্যোগ

পথের ধারে অচৈতন্য

দুর্ঘটনাগ্রস্তকে হাসপাতালে নিয়ে গেলেন দেবাশিস শর্মা



নগাঁও : সকালবেলায় নগাঁও-মরিগাঁও সড়ক দিয়ে যাওয়ার সময় পথের ধারে অচৈতন্য অবস্থায় পড়ে থাকা এক দুর্ঘটনাগ্রস্তকে উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে গেলেন নগাঁও লোকসভা উপনির্বাচনে জয়ী বিজেপি প্রার্থী দেবাশিস শর্মা। সোমবার সকালে ঘটনাটি ঘটে। গুরুতর জখম অবস্থায় ওই ব্যক্তিকে পড়ে থাকতে দেখে গাড়ি থামান তিনি। পরে নিজেই তাঁকে কোলে তুলে গাড়িতে নিয়ে হাসপাতালে পৌঁছে দেন।

প্রাথমিক প্রতিবেদন অনুযায়ী, শর্মা ওই রাস্তা দিয়ে যাওয়ার সময় আহত ব্যক্তিকে দেখতে পান। পরিস্থিতির গুরুত্ব বুঝে দ্রুত তাঁকে উদ্ধারের ব্যবস্থা করেন। যে গাড়িতে তিনি নিজে যাত্রা করছিলেন, সেই গাড়িতেই আহত ব্যক্তিকে হাসপাতালে নিয়ে যান তিনি। আহত ব্যক্তির পরিচয় কী, কীভাবে দুর্ঘটনাটি ঘটেছে এবং বর্তমানে তাঁর শারীরিক অবস্থা কেমন; তা এখনও জানা যায়নি।

নগাঁও উপনির্বাচনে বড় ব্যবধানে জয়ের পর দেবাশিস শর্মাকে ঘিরে বিজেপির কর্মী-সমর্থকদের মধ্যে উৎসাহের আবহ তৈরি হয়েছিল। উপনির্বাচনে তিনি এআইইউডিএফ প্রধান বদরুদ্দিন আজমলকে ১,৪১,৯১৬ ভোটে পরাজিত করেন। শর্মা পেয়েছেন ৭,১৩,৬২২ ভোট। আজমলের প্রাপ্ত ভোট ৫,৭০,৪১৩। কংগ্রেস প্রার্থী শিবামণি বরা পেয়েছেন ১,২৮,৭৪৩ ভোট। ফল ঘোষণার পর নগাঁও শহর-সহ জেলার বিভিন্ন জায়গায় বিজেপি কর্মীরা রাস্তায় নেমে উল্লাসে মাতেন। দলের কার্যালয়ের সামনে জড়ো হয়ে গেরুয়া পতাকা হাতে স্লোগান দেন সমর্থকেরা। আবার খেলায় মেতে ওঠার পাশাপাশি বাজি ফাটিয়ে ও ঢাকের তালে জয় উদ্‌যাপন করেন তাঁরা।

তবে নির্বাচনী জয়ের উচ্ছ্বাসের মধ্যেই সোমবারের এই উদ্ধার-ঘটনা সামনে এসেছে। দুর্ঘটনাগ্রস্তকে দ্রুত হাসপাতালে পৌঁছে দেওয়ার ঘটনায় দেবাশিস শর্মার মানবিক উদ্যোগের দিকটিই এখন আলোচনায়। আহত ব্যক্তির পরিচয় ও চিকিৎসার বিষয়ে বিস্তারিত তথ্যের অপেক্ষা রয়েছে।

বাবার অপূর্ণ স্বপ্ন পূরণ মেয়ের! দেশের প্রথম মহিলা ফাইটার কমব্যাট লিডার ভাবনা

দারভাঙা : বাবার স্বপ্ন ছিল পাইলট হওয়ার। কিন্তু সেই স্বপ্ন পূরণ হয়নি তাঁর। বাবার অপূর্ণ ইচ্ছেকেই যেন নিজের সাফল্যের মাধ্যমে বাস্তব করে তুললেন মেয়ে ভাবনা কাস্তা। ভারতীয় বায়ুসেনার ইতিহাসে নতুন অধ্যায় রচনা করে দেশের প্রথম মহিলা ফাইটার কমব্যাট লিডার (এফসিএল) হলেন বিহারের এই কৃতী সন্তান। তাঁর এই নজিরবিহীন সাফল্যে খুশির হাওয়া বিহারের দারভাঙা জেলার বাউর গ্রামে।

গত আগস্টে গোয়ালিয়রের ট্যাকটিকস অ্যান্ড এয়ার কমব্যাট ডেভেলপমেন্ট এস্টাবলিশমেন্টে (টিএসিডিই) ২০ সপ্তাহের কঠোর প্রশিক্ষণ সফলভাবে সম্পন্ন করেন ভাবনা। বায়ুসেনার এই অভিজাত প্রশিক্ষণ কর্মসূচিতে সুযোগ পান মাত্র এক শতাংশ ফাইটার পাইলট। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে এই প্রশিক্ষণকে মার্কিন নৌবাহিনীর বিখ্যাত ‘টপগান’ প্রশিক্ষণের সমতুল্য বলে বিবেচনা করা হয়।

বায়ুসেনা সূত্রে খবর, ফাইটার কমব্যাট লিডার হিসেবে যোগ্যতা অর্জন করা শুধু যুদ্ধবিমান চালানোর দক্ষতার স্বীকৃতি নয়। এর সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে উন্নত যুদ্ধকৌশল, জটিল পরিস্থিতিতে সিদ্ধান্ত গ্রহণ এবং নেতৃত্ব দেওয়ার ক্ষমতা। এই যোগ্যতা অর্জনকারী পাইলটরা ভবিষ্যতে গুরুত্বপূর্ণ আকাশযুদ্ধে নেতৃত্ব দেওয়ার জন্য প্রস্তুত হন।

ছোট থেকেই আকাশে ওড়ার স্বপ্ন দেখতেন ভাবনা। এক সাক্ষাৎকারে তিনি জানান, আকাশে জেট বিমান দেখলে তার পিছনে দৌড়তেন। জানতেন না, মহিলারাও যুদ্ধবিমানের পাইলট হতে পারেন। সেনাবাহিনীতে যোগ দিলে বিমান ওড়ানোর সুযোগ পাবেন, এমনটাই



ভেবেছিলেন তিনি। কিন্তু প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানে গিয়ে জানতে পারেন, তখনও মহিলাদের বায়ুসেনার ফাইটার বিভাগে অন্তর্ভুক্ত করা হত না।

২০১৬ সালে সেই বাধা দূর হওয়ার পর অবনী চতুর্বেদী ও মোহনা সিংয়ের সঙ্গে দেশের প্রথম তিন মহিলা ফাইটার পাইলটের অন্যতম হিসেবে বায়ুসেনায় যোগ দেন ভাবনা। ইঞ্জিনিয়ারিং পাশ করে টিসিএসের চাকরি ছেড়ে এএফসিএটি পরীক্ষার মাধ্যমে বায়ুসেনায় প্রবেশ করেছিলেন তিনি।

২০১৮ সালে অম্বালা থেকে মিগ-২১ বাইসনে প্রথম একক উড়ান সম্পন্ন করেন ভাবনা। ২০১৯ সালে দিনের বেলায় কমব্যাট মিশনের জন্য অনুমোদন পাওয়া প্রথম মহিলা হন তিনি। ২০২০ সালে রাষ্ট্রপতির হাত থেকে পান নারী শক্তি পুরস্কার। বর্তমানে সুখোই-৩০ যুদ্ধবিমান ওড়াচ্ছেন ভাবনা। তাঁর অসামান্য কৃতিত্বের জন্য বায়ুসেনা প্রধান এয়ার চিফ মার্শাল এপি সিং তাঁকে বিশেষভাবে সম্মানিত করেছেন। বাবার অপূর্ণ স্বপ্ন পূরণ করে ভাবনার এই সাফল্য দেশের নারীশক্তির ইতিহাসে এক স্মরণীয় দৃষ্টান্ত হয়ে রইল।

জ্ঞানেশ কুমারের ইস্তফার দাবিতে সুপ্রিম কোর্ট অভিযানে ইন্ডি জোট

নয়াদিল্লি : এসআইআরের নামে ‘ভোটচুরি’র অভিযোগ তুলে মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমারের ইস্তফার দাবিতে সোমবার সুপ্রিম কোর্ট অভিযানে নামল বিরোধী ইন্ডি জোট। রাহুল গান্ধীর নেতৃত্বে এই কর্মসূচিতে যোগ দেন কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়াগে, পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, সমাজবাদী পার্টির নেতাকর্মী এবং একাধিক বাম নেতা। তবে প্রধান বিচারপতি সূর্য কান্তের সঙ্গে সাক্ষাতের অনুমতি না মেলায় তাঁরা আদালতে পিটিশন জমা দেওয়ার পরিকল্পনা করেছেন।

রবিবারই এই অভিযানের ঘোষণা করেছিল বিরোধী শিবির। উদ্দেশ্য ছিল, প্রধান বিচারপতির সঙ্গে দেখা করে এসআইআর নিয়ে অভিযোগ জানানো এবং স্মারকলিপি পেশ করা। কিন্তু রবিবার রাতেই প্রধান বিচারপতি জানিয়ে দেন, বিরোধী নেতাদের সময় দেওয়া সম্ভব নয়। তাঁর বক্তব্য, তাঁদের উত্থাপন করতে চাওয়া বিষয়গুলি ইতিমধ্যেই বিচার্যধীন এবং সুপ্রিম কোর্টে সেগুলির শুনানি চলছে।

তাতেও কর্মসূচি বাতিল করেনি ইন্ডি জোট। রাহুল গান্ধী, প্রিয়ান্কা গান্ধী-সহ নেতাদের পায়ে হেঁটে আদালতের দিকে এগোতে দেখা যায়। সিপিআই নেতা ডি রাজা জানান,

ট্রাম্পের সংঘর্ষবিরতির
দাবির পরেই
ইউক্রেনে রুশ হামলা,
বিস্মিত জেলেনস্কি

কিয়েভ : রাশিয়া ও ইউক্রেনের মধ্যে শক্তি-সংক্রান্ত সংঘর্ষবিরতি কার্যকর হয়েছে বলে দাবি করেছিলেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। কিন্তু সেই দাবির পরেই ইউক্রেনে রুশ ড্রোন হামলায় পরিস্থিতি ভয়াবহ হয়ে উঠেছে বলে জানানেন প্রেসিডেন্ট ভলোদিমির জেলেনস্কি। তাঁর কটাক্ষ, পুতিন সম্ভবত ট্রাম্পের পোস্টটি পড়েননি। জেলেনস্কির অভিযোগ, রাশিয়ার হামলায় ইউক্রেনের একাধিক এলাকায় জল ও বিদ্যুৎ সরবরাহ ব্যাহত হয়েছে। তিনি জানান, সংঘর্ষবিরতি কার্যকর হলে তা শান্তির পথে বড় পদক্ষেপ হতে পারে। তবে রাশিয়াকে চুক্তি মানতে বাধ্য করতে আমেরিকার সক্রিয় ভূমিকা প্রয়োজন বলেও মন্তব্য করেছেন তিনি।



দশজনের একটি প্রতিনিধি দল সুপ্রিম কোর্টে পিটিশন জমা দেবে। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বক্তব্য, ভোটাধিকার থেকে বঞ্চিত মানুষের জন্য তাঁরা বিচার চাইছেন।

অন্যদিকে, বিরোধীদের বিরুদ্ধে পালটা আক্রমণ শানিয়েছে বিজেপি। সাংবাদিক সম্মেলনে শিবরাজ সিং চৌহান ইন্ডি জোটকে ‘বিদেশি শক্তির হাতের পুতুল’ বলে কটাক্ষ করেন। তাঁর অভিযোগ, বিরোধীরা সংবিধানকে অপমান করছে। এদিকে, বিক্ষোভ ঘিরে দিল্লিতে নিরাপত্তা জোরদার করা হয়েছে। রাজধানীতে মোতায়েন রয়েছে ২০ হাজার আধাসেনা। আরও এক মাস তাঁদের নিরাপত্তার দায়িত্বে রাখা হবে বলে জানা গিয়েছে।

ফের সৌদির রিয়াখ বিমানবন্দরে হাউথি হামলা, আগুনে আতঙ্ক, মৃত বেড়ে ১৩



রিয়াখ : দুদিনের ব্যবধানে ফের হামলার মুখে সৌদি আরবের রিয়াধের কিং খালিদ আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর। হাউথি হামলার জেরে বিমানবন্দরের চার নম্বর টার্মিনালে আগুন ধরে যায়। বিস্ফোরণের পর ধোঁয়ায় ঢেকে যায় বিস্তীর্ণ এলাকা। সৌদি প্রশাসনের দাবি, রবিবার দাম্মামের কিং ফাহদ আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরেও হামলা চালানো হয়েছে। লাগাতার হামলায় সৌদির একাধিক গুরুত্বপূর্ণ বিমানবন্দর ঘিরে আতঙ্ক ছড়িয়েছে। রিয়াধে হামলায় মৃতের সংখ্যা বেড়ে ১৩ হয়েছে বলে খবর। আহত হয়েছেন আরও অনেকে।

বিমানবন্দর কর্তৃপক্ষ সূত্রে জানা গিয়েছে, রিয়াধের বিমানবন্দরের চার নম্বর টার্মিনালে একটি অজ্ঞাতপরিচয় বস্তু আছড়ে পড়ে। তার পরেই বিকট বিস্ফোরণ এবং আগুনের ঘটনা ঘটে। এর কিছুক্ষণ পর বিমানবন্দরের দিকে ধেয়ে আসা একটি ব্রিজ ক্ষেপণাস্ত্র মাঝ আকাশেই ধ্বংস করা হয়। খামিস মুশাইতের দিকে ছোড়া একটি ড্রোন এবং একটি ব্যালিস্টিক ক্ষেপণাস্ত্রও প্রতিহত করা হয়েছে বলে জানিয়েছে সৌদি প্রশাসন।

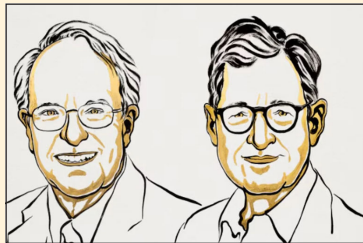
এদিকে, রবিবার রাত আটটা নাগাদ দাম্মামের কিং ফাহদ আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের রানওয়েতেও ক্ষেপণাস্ত্র আছড়ে পড়ার খবর পাওয়া গিয়েছে। হামলার জেরে বিমানবন্দরের একাংশে আগুন ধরে যায়। নিরাপত্তার স্বার্থে যাত্রীদের সরিয়ে বিমানবন্দর খালি করা হয়। এই হামলার দায় স্বীকার করেছে হাউথিরা। তাদের দাবি, গত ২৪ ঘণ্টায় ইয়েমেনে সৌদির তরফে ১২৪টি জায়গায় বিমান হামলা চালানো হয়েছে। তারই পাল্টা জবাব এই আক্রমণ। ইয়েমেনে হামলা বন্ধ না হলে সৌদিকে ভয়াবহ পরিণতির মুখে পড়তে হবে বলেও হুঁশিয়ারি দিয়েছে তারা।

উল্লেখ্য, গত শনিবারও রিয়াধের কিং খালিদ বিমানবন্দরে হামলা হয়েছিল। সেই ঘটনায় বিস্ফোরণের পর যাত্রীদের মধ্যে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে। প্রাণ বাঁচাতে ছোট্টাছুটি শুরু করেন অনেকে। ছাদের কিছু অংশ ভেঙে পড়ার দৃশ্যও সামনে আসে। হামলায় বহু মানুষ আহত হয়েছেন, তাঁদের মধ্যে ভারতীয় নাগরিকও রয়েছেন বলে জানা গিয়েছে।

অর্থনীতিতে নোবেল রবার্ট হল ও মাইকেল উডফোর্ডের

স্টকহোম : ২০২৬ সালে অর্থনীতিতে নোবেল পুরস্কার পাচ্ছেন দুই মার্কিন অর্থনীতিবিদ রবার্ট ই হল ও মাইকেল উডফোর্ড। সামষ্টিক অর্থনীতির স্থিতিশীলতা এবং অর্থনীতির বিভিন্ন ধাক্কা মোকাবিলায় তাঁদের গবেষণা বিশেষ স্বীকৃতি পেয়েছে। হল ক্যালিফোর্নিয়ার স্ট্যানফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় এবং উডফোর্ড নিউইয়র্কের কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক।

নোবেল কমিটির মতে, সামষ্টিক অর্থনীতির স্থিতিশীলতা কীভাবে ক্ষুদ্র অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের ভিত্তি তৈরি করে, তা বুঝতে এই দুই অর্থনীতিবিদের গবেষণা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছে। অর্থনীতিতে পুরস্কার প্রদানকারী কমিটির প্রধান জন হাসলার জানিয়েছেন, তাঁদের কাজ এমন একটি স্থিতিশীল তাত্ত্বিক ভিত্তি তৈরি করেছে, যার সাহায্যে বিশ্বজুড়ে সরকার ও কেন্দ্রীয়



ব্যাঙ্কগুলি বিভিন্ন অর্থনৈতিক মডেল ব্যবহার করে থাকে।

জ্বালানি সংকট, যুদ্ধের প্রভাব কিংবা পরিবারের ভোগব্যয়ে আকস্মিক পরিবর্তনের মতো পরিস্থিতিতে অর্থনীতিকে কীভাবে স্থিতিশীল রাখা যায়, তা বুঝতেও এই গবেষণা সহায়ক বলে জানিয়েছে কমিটি। বিশ্বজুড়ে অস্থির অর্থনৈতিক পরিস্থিতির প্রেক্ষাপটে এই স্বীকৃতি বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ।

উল্লেখ্য, ১৯৬৯ সালে প্রথম অর্থনীতিতে নোবেল পুরস্কার দেওয়া হয়েছিল। তবে এই পুরস্কার আলফ্রেড নোবেলের মূল পাঁচটি পুরস্কারের অন্তর্ভুক্ত নয়। সুইডেনের কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের উদ্যোগে চালু হওয়া এই সম্মানের আনুষ্ঠানিক নাম ‘আলফ্রেড নোবেলের স্মরণে অর্থনীতি বিজ্ঞানে ব্যাঙ্ক অফ সুইডেন পুরস্কার’। প্রতি বছর অর্থনীতিতে উল্লেখযোগ্য অবদানের স্বীকৃতি হিসেবে এই পুরস্কার দেওয়া হয়।

সীমান্ত পেরোলেই ত্রিপুরার বাজার, তবু বাণিজ্যে বাধা : বাংলাদেশের পণ্যের অপেক্ষায় ব্যবসায়ীরা

আগরতলা থেকে প্রতিবেদন:
মানচিত্রে ত্রিপুরা ও বাংলাদেশের দূরত্ব খুব বেশি নয়। সীমান্তের ওপার থেকে পণ্য আনা অনেক ক্ষেত্রে ভারতের দূরের রাজ্যগুলি থেকে পণ্য নিয়ে আসার চেয়ে সহজ, খরচও কম। এই ভৌগোলিক সুবিধাই দীর্ঘদিন ধরে ত্রিপুরার ব্যবসা-বাণিজ্যে বাংলাদেশের গুরুত্ব বাড়িয়েছে। কিন্তু নির্দিষ্ট কিছু পণ্যের সীমান্তপথে আমদানিতে বিধিনিষেধ থাকায় সেই সহজ যোগাযোগ এখন পুরোপুরি কাজে লাগানো যাচ্ছে না। এতে পণ্য সরবরাহ ও দাম; দুই নিয়েই উদ্বেগ বাড়ছে ব্যবসায়ী মহলে।

ত্রিপুরার ব্যবসায়ী, আমদানি-রফতানিকারক সংগঠন এবং ভারতীয় স্থলবন্দর কর্তৃপক্ষ চাইছে, বাংলাদেশের সঙ্গে স্থলবন্দর দিয়ে বাণিজ্যের উপর আরোপিত বিধিনিষেধ প্রত্যাহার করা হোক। দুই দেশের বাণিজ্যিক যোগাযোগ স্বাভাবিক করতে কেন্দ্র ও ত্রিপুরা সরকারের তরফেও আলোচনা চলছে বলে জানিয়েছেন সংশ্লিষ্ট আধিকারিকেরা।

প্রশ্নটা শুধু সীমান্ত দিয়ে কত পণ্য আসবে, তার নয়। প্রতিবেশী দুই অঞ্চলের মধ্যে দূরত্ব যখন এত কম, তখন সেই নৈকট্যকে অর্থনৈতিক সুবিধায় পরিণত করা যাচ্ছে কি না, সেটাই এখন বড় বিষয়।

পণ্যের দাম বাড়ছে, চাপে স্থানীয় বাজার

আগরতলার আখাউড়া স্থলবন্দরে কর্মরত ভারতীয় স্থলবন্দর কর্তৃপক্ষের আধিকারিক দেবাশিস নন্দী জানিয়েছেন, ২০২৫ সালের ১৭ মে ভারতের বৈদেশিক বাণিজ্য অধিদফতর নির্দিষ্ট কিছু পণ্যের বাংলাদেশ থেকে উত্তর-পূর্ব ভারতে প্রবেশের উপর বিধিনিষেধ আরোপ করে। তাঁর বক্তব্য, ত্রিপুরার বাজারে এমন বেশ কিছু পণ্যের চাহিদা রয়েছে, যেগুলি বাংলাদেশ থেকে আনলে পরিবহণ খরচ তুলনায় কম পড়ে।

নন্দী একটি উদাহরণ দিয়ে বলেছেন, আগে যে পণ্যের দাম ৮ থেকে ১০ ভারতীয় রুপি ছিল, এখন তা ১৫ থেকে ২০ রুপিতে পৌঁছেছে। তবে ঠিক কোন কোন পণ্যের দাম বেড়েছে, তার তালিকা তিনি দেননি। ফলে বিধিনিষেধের প্রভাব কোন পণ্যে কতটা পড়েছে, তার পূর্ণাঙ্গ হিসাব এখনও স্পষ্ট নয়।



তবু তাঁর বক্তব্যে একটি বিষয় উঠে আসে; সীমান্তবাণিজ্য শুধু রফতানিকারকদের ব্যবসার পথ নয়, স্থানীয় বাজারে পণ্যের জোগান বজায় রাখারও একটি মাধ্যম। বাংলাদেশের জন্য যেমন উত্তর-পূর্ব ভারত সম্ভাবনাময় বাজার, তেমনি ত্রিপুরার ব্যবসায়ীদের কাছে বাংলাদেশ কাছের একটি বাণিজ্যিক অংশীদার।

বিধিনিষেধ নিয়ে আলোচনা তাই দুই দিকের স্বার্থের সঙ্গেই জড়িত। একদিকে বাংলাদেশের রফতানিকারকদের বাজারে প্রবেশের সুযোগ, অন্যদিকে ত্রিপুরার ব্যবসায়ী ও ক্রেতাদের কাছে পণ্য পৌঁছানোর খরচ এবং সরবরাহের প্রশ্ন।

তিন স্থলবন্দর, অসম্পূর্ণ একটি সংযোগ
ত্রিপুরায় ভারতীয় স্থলবন্দর কর্তৃপক্ষের অধীনে তিনটি স্থলবন্দর রয়েছে; আগরতলা, সোনামুড়ার শ্রীমন্তপুর এবং সাক্রম। এর মধ্যে

সাক্রমকে ঘিরে প্রত্যাশা অনেক। কারণ, এই পথ চালু হলে বাংলাদেশের রামগড় হয়ে চট্টগ্রাম সমুদ্রবন্দরের সঙ্গে উত্তর-পূর্ব ভারতের যোগাযোগ আরও সহজ হতে পারে।

কিন্তু সেই সংযোগ এখনও পুরোপুরি কার্যকর হয়নি। নন্দীর দেওয়া তথ্য অনুযায়ী, সাক্রম স্থলবন্দর ২০২৪ সালের ১৪ অগস্ট চালু হওয়ার কথা ছিল। বাংলাদেশের দিকে রামগড়েও তুলনীয় পরিকাঠামো গড়ে উঠেছে। তার পরেও বন্দরটির বাণিজ্যিক কার্যক্রম শুরু হওয়ার নির্দিষ্ট দিন জানানো হয়নি।

নন্দী জানিয়েছেন, এ বিষয়ে ভারত ও বাংলাদেশের সরকারের মধ্যে আলোচনা চলছে। কবে অপেক্ষার অবসান হবে, তা অবশ্য এখনও স্পষ্ট নয়।

সাক্রম-রামগড় পথ চালু হলে লাভ শুধু ত্রিপুরার মধ্যেই সীমাবদ্ধ

থাকার কথা নয়। উত্তর-পূর্ব ভারতের অন্য রাজ্যগুলির পণ্য পরিবহণেও নতুন সুযোগ তৈরি হতে পারে। নন্দীর মতে, এই যোগাযোগ নেপাল ও ভুটানের জন্যও আঞ্চলিক বাণিজ্যের সম্ভাবনা বাড়তে পারে।

সীমান্ত কি শুধু বিভাজন, না বাণিজ্যের সেতুও?

ভারত ও বাংলাদেশের সীমান্তকে ঘিরে নিরাপত্তা ও রাজনৈতিক প্রশ্ন প্রায়ই আলোচনায় আসে। কিন্তু ত্রিপুরার বাণিজ্যিক বাস্তবতা অন্য একটি দিক সামনে আনে। সীমান্তের ওপারে থাকা বাজার, উৎপাদন ও পরিবহণের সুযোগকে কাজে লাগানো গেলে দুই

অঞ্চলের ব্যবসায়ীরাই উপকৃত হতে পারেন। আগরতলায় ব্যবসায়ী ও আমদানি-রফতানিকারক সংগঠনগুলির সঙ্গে বৈঠকে কোন কোন পণ্য আনা-নেওয়া সহজ করা যায়, তা নিয়ে আলোচনা হয়েছে। আরও আলোচনার মাধ্যমে সীমান্তবাণিজ্যের বাধা কমানো এবং প্রয়োজনীয় পণ্যের জোগান বাড়ানোর পথ খোঁজা হচ্ছে বলে জানিয়েছেন নন্দী।

তবে বিধিনিষেধ তুলে নেওয়া বা শিথিল করার বিষয়ে এখনও চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত হয়নি। সাক্রম স্থলবন্দর চালুরও নির্দিষ্ট সময়সীমা নেই। ফলে বাংলাদেশের ব্যবসায়ীদের জন্য উত্তর-পূর্ব ভারতের বাজারে প্রবেশের সুযোগ এবং ত্রিপুরার ব্যবসায়ীদের জন্য কম খরচে পণ্য সংগ্রহ; দুই সম্ভাবনাই আপাতত আলোচনার স্তরের রয়েছে।

সীমান্তের ভৌগোলিক নৈকট্য নিজে থেকেই বাণিজ্যের নিশ্চয়তা দেয় না। তার জন্য প্রয়োজন নীতিগত স্বচ্ছতা, কার্যকর স্থলবন্দর এবং দুই দেশের মধ্যে নিরবচ্ছিন্ন সমন্বয়। ত্রিপুরার বাজার ও বাংলাদেশের রফতানিকারকদের সামনে এখন সেই বাস্তব পরীক্ষাই; সীমান্তের কাছাকাছি থাকার সুবিধাকে নিয়মিত বাণিজ্যে রূপ দেওয়া যাবে কি না।

KRC TIMES
STAY ENRICHED

STAY INFORMED, STAY ENRICHED

Breaking News
 In-Depth Analysis
 Expert Opinions

Local & Global Stories
 Diverse Content

SCAN TO EXPLORE MORE!

or visit <https://linktr.ee/krcetimes>

KRC TIMES
STAY ENRICHED

NOMINATE YOUR FAVOURITE TEACHER

YOUR VOICE. YOUR VOTE.

Celebrating and Honouring the Educators who Inspire, Empower and Transform

Nominations are open for

North East Integration Rally Teacher Excellence Award

2026-27

Who Can Nominate?

Students | Schools | Parents | Citizen | Self Nominate

Scan the QR & Fill the Google form

<https://bit.ly/NEIRTEA> www.krcfoundation.org



EMPOWERING YOUNG MINDS



**UNLOCK YOUR
FUTURE WITH
BRAIN VISION CLASSES**

At Brain Vision Classes,
we provide the ultimate
blueprint your books
leave out, featuring:

- Advanced Logic
- Modern Skills
and Career Focus

For Students
(Classes VI-X)

- Cutting-edge Online Modules
- Hands-on Practical Training

Scan to Enroll

→ **Know More**



www.krcfoundation.org

REGISTER TODAY! <https://bit.ly/KRCBrainVision>

✉ info@krcfoundation.org

☎ **+91 - 9330830083**



কেআরসি টাইমস ই-কপি

দৈনিক উত্তর-পূর্ব সংস্করণ



আমাদের সম্পর্কে

কেআরসি টাইমস হল কেআরসি ফাউন্ডেশনের একটি সাংবাদিকতামূলক উদ্যোগ, যেখানে আমরা আমাদের মূল দর্শন 'যোগাযোগহীনদের সংযুক্ত করা' অনুসরণ করি। আমরা না-বলা এবং না-শোনা গল্পগুলিকে সকলের সামনে তুলে ধরি, যার লক্ষ্য হল প্রান্তিক মানুষের কাছে পৌঁছানো।

কেআরসি টাইমস ই-কপি

উত্তর-পূর্ব ভারত সংস্করণ

- প্রতিদিন সন্ধ্যায় ৫ পৃষ্ঠার ই-কপি প্রকাশিত হয়
- প্রথম পাতা, সম্পদকীয়, আঞ্চলিক, জাতীয় ও ৫ই/বিজ্ঞাপন
- ৩৬৫ দিনের জন্য মাত্র ৩০০ টাকায় সাবস্ক্রাইব করুন

কেন ই-পেপার?

প্রতিদিন সন্ধ্যায় মধ্যে দ্রুত পড়ে নেওয়া যায় এমন দিনের সেরা খবর, তথ্য ও বিশ্লেষণ পান

স্বচ্ছ সাংবাদিকতা

কেআরসি টাইমস ই-কপি হল নিরপেক্ষ খবর এবং তথ্য প্রদানের একটি আন্তরিক প্রচেষ্টা

কার জন্য?

ছাত্রছাত্রী, যুবসমাজ, উদ্যোক্তা, অভিভাবক এবং পেশাদার...

আপনার কপি পেতে আপনার নাম্বার পাঠান

WhatsApp: 8721838313

e-mail: krctimes@gmail.com



নলেজ রিসোর্স সেন্টার ফাউন্ডেশন
KNOWLEDGE RESOURCE CENTRE FOUNDATION

যোগাযোগ করুন

+91-8721838313

www.krctimes.com/bangla

<https://bit.ly/whykrctimes>

KRC TIMES
STAY ENRICHED

GROW YOUR BRAND WITH US!

KRC TIMES

Our media platform can help elevate your brand's reach and build awareness to a niche market and cover the last miles that align with your business goals and purposes.

OUR PLATFORMS:

Website

YouTube

Social Media

Magazine

E-Copy

Events

For more information, please contact us at:

www.krctimes.com

info@krctimes.org



DOWNLOAD ADVERTISEMENT RATE CARD

<https://bit.ly/krctimesratecard>

